সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৮৫
WEEKLY BOOKLET:286

'আমীরে 'আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর লিখিত
"নেকীর দাওয়াত" কিতাবের একটি অংশ সংশোধন ও পরিবর্ধন

মানবতার সবচেয়ে বড় সেবা

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

মানবতার সবচেয়ে বড় সেবা[১]

দরূদ শরীফের ফযীলত

কোন এক বুযুর্গ এক ব্যক্তিকে ইন্তেকালের পর স্বপ্ন দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: مَافَعَلَ اللّٰهُ بِكَ ؟ অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কিরুপ আচরণ করেছেন? বললেন: আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। জিজ্ঞাসা করলেন: কি কারণে? বললেন: আমি এক মুহাদ্দিস সাহেবের নিকট হাদীস শরীফ লিখতাম, তিনি নবীয়ে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরূদ শরীফ পড়তেন তখন আমিও উচু আওয়াজে দরূদে পাক পাঠ করতাম, তাই আল্লাহ পাক এর বরকতে আমাদের সকলকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

(আল-কউলুল বদী, ২৫৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

অবাধ্যদের মানুষ ঘৃণা করে থাকে

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! গুনাহ করা উভয় জগতের জন্য ধ্বংস ও ক্ষতির কারণ এবং গুনাহগারদের প্রতি মানুষের মন থেকে সম্মানবোধ দূর হয়ে যায়, এ প্রসঙ্গে দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত

১. এই বিষয়গুলো "নেকীর দা'ওয়াত" পৃষ্ঠা ৩০২ থেকে ৩১০, ৩১২ থেকে ৩১৪ এবং ৩৪০ থেকে সংগৃহিত।

www.dawateislami.net

৮৫৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত "জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালে আমাল" কিতাবের প্রথম খন্ডের ৬৬ ও ৬৭ পৃষ্ঠায় "নেকীর দাওয়াত" এর মাদানী ফুলের সুগন্ধিমাখা ৬টি বর্ণনা লক্ষ্য করুন:

﴾১﴿ উম্মুল মুমিনীন হযরত সায়্যিদাতুনা আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا হযরত আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কাছে পত্র লিখে পাঠান: পরসংবাদ, (অর্থাৎ হামদ ও সানার পর) যখন বান্দা **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতামূলক কোন কাজ করে, তখন তার প্রশংসাকারীও তার নিন্দা করতে থাকে। (আয যুহুদু লিল ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, ১৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৯১৭)

﴾২﴿ হযরত আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: এই বিষয়কে ভয় করো যে, মুমিনের অন্তর তোমাকে ঘৃণা করতে থাকবে আর তুমি তা বুঝতেও পারবে না। (আয যুহদ লিআবি দাউদ, ২০৫ পৃষ্ঠা, নম্বর ২২৯)

﴾৩﴿ হযরত ফুযাইল رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: যে ব্যক্তি একাকীত্বে **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতা মূলক আচরণ করে, **আল্লাহ পাক** মুমিনগণের অন্তরে তার জন্য নিজের অসন্তুষ্টি এমনভাবে সৃষ্টি করে দেন যে, সে তা জানতেই পারে না।

﴾৪﴿ ইমাম মুহাম্মদ বিন সীরিন رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ যখন ঋণগ্রস্ত হলেন আর ঋণের কারণে তিনি খুবই ব্যথিত হলেন, তখন তিনি বললেন: আমি আমার এই ব্যথিত হওয়ার কারণ স্বরূপ চল্লিশ বৎসর পূর্বে আমার দ্বারা সংঘটিত হওয়া একটি গুনাহকে মনে করছি।

(হিলইয়াতুল আউলিয়া, ২/৩০৭, হাদীস: ২৩৩৪)

﴾৫﴿ হযরত সুলায়মান তাইমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: মানুষ গোপনে একটি গুনাহ করে আর একারণে তার উপর লাঞ্ছনা আরোপিত হয়ে যায়।

(কিতাবুত তাওবা মাআ মাওসুআতি ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৩/৪২৪, নম্বর ৯৫)

www.dawateislami.net

﴾৬﴿ হযরত ইয়াহইয়া বিন মুয়ায رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি সেই বিজ্ঞ ব্যক্তির ব্যাপারে আশ্চর্যবোধ করি, যে ব্যক্তি নিজের দোয়ায় তো এরূপ বলে: **হে আল্লাহ পাক!** আমাকে বিপদে লিপ্ত করে আমার শত্রুদের আনন্দিত করো না, অথচ শত্রুকে নিজের বিপদে আনন্দিত করার কারণ সে নিজেই! তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হলো: তা কিভাবে? তখন তিনি উত্তরে বললেন: যে ব্যক্তি **আল্লাহ পাকের** অবাধ্যতা করে আর সে এভাবে কিয়ামতের দিন তার শত্রুদের আনন্দিত করবে।

(আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কবায়ির, ১/২৯,৩০)

ইহা ভি দেয় ইযযত, ওয়াহা ভি দেয় ইযযত,
ইলাহি! পায়ে মুস্তফা জানে রহমত।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

মানবতার সবচেয়ে বড় সেবা কি?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মানুষকে **নেকীর দাওয়াত** দেয়া ও তাদেরকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়ে রাখাও নিশ্চয় অনেক বড় কল্যাণকর কাজ, অসুস্থতা, বেকারত্ব, ঋণগ্রস্ততা ইত্যাদি পেরেশানিতে **রাসূলে পাক** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দুঃখী উম্মতের প্রয়োজনাদি পূর্ণ করা নিঃসন্দেহে ভালো কাজ এবং এতে করে জান্নাতের অধিকার নিশ্চিত হয়, **কিন্তু মানবতার সব চেয়ে বড় সেবা হলো: তাকে জাহান্নাম থেকে বাঁচানোর চেষ্টা করা।** এটি হলো মানুষের জন্য করা সবচেয়ে বড় উপকার। বর্ণিত আছে: দু'টি অভ্যাস এমন যে, এর চেয়ে উত্তম কোন অভ্যাস নেই;

www.dawateislami.net

﴾১﴿ **আল্লাহ পাকের** প্রতি ঈমান আনয়ন করা।

﴾২﴿ মুসলমানের উপকার করা।

আর দু'টি অভ্যাস এমন যে, এর চেয়ে খারাপ কোন অভ্যাস আর নেই;

﴾১﴿ **আল্লাহ**র সাথে অন্য কাউকে শরীক করা।

﴾২﴿ মুসলমানদেরকে কষ্ট দেয়া। (আল মুনাব্বিহাত, ৩ পৃষ্ঠা)

করোঁ ইয়া খোদা মুমিনোঁ কি মে খেদমত,
না পৌহচে কিসি কো ভি মুঝ সে আযিয়্যত।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সারা দুনিয়া হতেও উত্তম

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, মক্কী মাদানী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আলীউল মুরতাদা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে ইরশাদ করেন: হে আলী! **আল্লাহ পাক** তোমার মাধ্যমে যদি কোন ব্যক্তিকে সরল পথে নিয়ে আসেন, তবে এটি তোমার জন্য ঐ সকল বস্তু থেকে উত্তম, যে সব জিনিসের উপর সূর্য উদিত হয়। (অর্থাৎ দুনিয়া সকল কিছু থেকে উত্তম)।

(আল মু'জামুল কবীর, ১/৩৩২, হাদীস: ৯৯৪)

লাল উট থেকেও উত্তম

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অধিকহারে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগাতে থাকুন, আপনার নেকীর দাওয়াতে যদি শুধু একজনই ইশ্‌কে রাসূলের সুধা পান করে নেয়, হেদায়াতের পথ পেয়ে যায়, সে দা'ওয়াতে

www.dawateislami.net

ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশে চলে আসে, সে সুন্নাতের রাজপথে এসে যায়, নামাযের স্বাদ পেয়ে যায়, নিজেকে নেক বান্দাদের মাঝে গণ্য করে নেয়, তবে اِنْ شَآءَ الله আপনারও তরী পার হয়ে যাবে। অপর বর্ণনায় রয়েছে: **আল্লাহ পাকের প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যদি **আল্লাহ পাক** তোমার মাধ্যমে কোন একজন ব্যক্তিকে হেদায়াত দান করেন, তবে তা তোমার জন্য তোমার কাছে লাল উট থাকার চেয়ে উত্তম। **(মুসলিম, ১৩১১ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৪০৬)**

লাল উট দ্বারা কি উদ্দেশ্য?

হযরত আল্লামা ইয়াহইয়া বিন শরফ নববী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: **লাল উট** আরববাসীদের অতি মূল্যবান সম্পদ মনে করা হতো, এজন্যই উদাহরণ স্বরূপ লাল উটের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। পরকালিন ব্যাপারে দুনিয়াবী জিনিসের উদাহরণ দেয়া শুধু বুঝানোর জন্যই, অন্যথায় বাস্তবতা হলো যে, চিরস্থায়ী আখিরাতের (নেয়ামতের) এক কণা পরিমাণও দুনিয়া ও এর ন্যায় যত দুনিয়া কল্পনা করা যায়, সব কিছুর চেয়ে উত্তম। **(শরহে মুসলিম লিন নওয়বী, ৫/১৭৮)**

প্রখ্যাত মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত, হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেন: অর্থাৎ একজন কাফিরকে মুসলমান বানানো, দুনিয়ার যেকোন বড় (থেকে বড়) সম্পদের চেয়েও উত্তম বরং কাফিরকে হত্যা করার চেয়েও উত্তম হলো যে, তাকে উদ্বুদ্ধ করে মুসলমান বানিয়ে নেয়া, কেননা (**আল্লাহ পাক** চাইলে) তার মাধ্যমে তার ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মুসলমান হবে। **(মিরাতুল মানাজিহ, ৮/৪১৬)**

www.dawateislami.net

মুবাল্লিগ বনোঁ কাশ! মে সুন্নাতোঁ কা,
সদা দ্বীঁ কি খেদমত করোঁ ইয়ে দোয়া হে।

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৩২ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

১২ মাস মাদানী কাফেলায় সফরের নিয়্যতের বরকতে ক্যান্সার দূর হয়ে গেলো!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেকীর দাওয়াতের প্রেরণা পেতে, সুন্নাতের উপর আমল করতে, নেকীর সাওয়াব অর্জনে, অন্তরে ইশ্‌কে রাসূলের প্রদীপ জ্বালাতে আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, নিজের ঈমানের নিরাপত্তার জন্য সচেষ্ট থাকুন, নিয়মিত নামায অব্যাহত রাখুন, সুন্নাতের উপর আমল করতে থাকুন, নেক আমল অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করতে থাকুন এবং এতে অটলতা অর্জনের জন্য প্রতিদিন আমলের পর্যবেক্ষণ করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করতে থাকুন আর প্রত্যেক ইংরেজি মাসের ১ম তারিখেই নিজের এলাকার **দা'ওয়াতে ইসলামী**র যিম্মাদারের নিকট জমা করুন এবং নিজের এই মাদানী উদ্দেশ্য "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে" অর্জনের জন্য নিয়মিতভাবে প্রতি মাসে কমপক্ষে তিন দিনের সুন্নাত প্রশিক্ষণের মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন। আসুন! আপনাদের উৎসাহ প্রদানার্থে একটি মাদানী বাহার শুনাই। মারকাযুল আউলিয়া লাহোরের একজন ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা কিছুটা এরূপ: প্রায় তিন বৎসর ধরে আমার আম্মাজান ক্যান্সার রোগে ভুগছিলেন, প্রতি

www.dawateislami.net

দুইমাস পর পর তার টেষ্ট হতো। আম্মাজানের দিন দিন বৃদ্ধি পেতে থাকা রোগ ও রোজ রোজ ডাক্তারের কাছে ধর্ণা দেয়ার পেরেশানি আমার সহ্য হচ্ছিলো না। এরই মাঝে রমযানুল মুবারক (১৪৩০হিঃ) আগমন করলো আর আমি আশিকানে রাসূলের সাথে ইতিকাফ করার সৌভাগ্য অর্জন করলাম, সেখানে আম্মাজানের জন্য অধিকহারে দোয়া করি এবং দ্বীনি পরিবেশের বরকতে আশিকানে রাসূলের সাথে ১২ মাসের মাদানী কাফেলায় সফরের নিয়্যত করে নিই। ২১ রমযানুল মুবারকে আম্মাজানের পরীক্ষা হলো এবং দু'দিন পর যখন রিপোর্ট এলো, তখন রিপোর্ট পড়ে আমার খুশির সীমা রইলো না, কেননা রিপোর্ট একেবারে স্বাভাবিক ছিলো এবং তিন বৎসর ধরে যেই ক্যান্সার আম্মাজানের পিছু ছাড়ছিলো না, তা اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার ধারণা যে, মাদানী কাফেলায় ১২ মাসের সফরের নিয়্যত করার কারণে দূর হয়ে গিয়েছিলো।

ক্যান্সার ও অন্যান্য রোগের মাদানী ব্যবস্থাপত্র

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! যেই ক্যান্সার ডাক্তারদের নিকট একটি দুরারোগ্য রোগ হিসাবে পরিগণিত, **আল্লাহ পাকের** রহমতে **দা'ওয়াতে ইসলামীর** দ্বীনি পরিবেশে এর চিকিৎসা হয়ে গেলো। আসুন! ক্যান্সার, ডায়াবেটিকস, T.B., হৃদরোগ, যকৃতের রোগ বরং সকল রোগের চিকিৎসার জন্য একটি মাদানী ব্যবস্থাপত্র শুনুন। হযরত ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর কিতাবে রয়েছে: যাদুর শিকার ব্যক্তি কুল (বরই) গাছের সাতটি সবুজ পাতা নিয়ে তা দু'টি পাথরের মাঝখানে রেখে পিষে নিন, অতঃপর তা পানিতে মিশিয়ে আয়াতুল কুরসী

www.dawateislami.net

এবং চার কুল পড়ে ফুঁক দিন, অতঃপর এই পানি থেকে তিন চুমুক পানি পান করে অবশিষ্ট পানি দিয়ে গোসল করুন, তবে اِنْ شَآءَ الله এতে রোগ দূর হয়ে যাবে। এই আমল ঐ ব্যক্তির জন্যও অত্যন্ত উপকারী, যাকে (জাদুর মাধ্যমে) স্ত্রী থেকে সরিয়ে রাখা হয়েছে। (মুসান্নিফে আব্দুর রাজ্জাক, ১০/৭৭, নম্বর: ১৯৯৩৩)

কিসমত মে লাখ পেচ হোঁ সো বল হাজার কজ,
ইয়ে সারি কিত্তি ইক তেরি সিধি নযর কি হে। (হাদায়িকে বখশীশ শরীফ)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: এই পংক্তিতে আমার প্রিয় আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **ইয়া রাসূলাল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! ভাগ্যে যতই সমস্যা ও পেরেশানি লেখা থাকুক না কেনো, **আপনি** (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) ব্যস দয়া ও করুনার একটি দৃষ্টি প্রদান করুন اِنْ شَآءَ الله ভাগ্যের সব ধরণের সমস্যা দূরীভূত হয়ে যাবে এবং সব ধরণের জটিল বিষয়াদি সহজ হয়ে যাবে।

তাজে শাহি কা মে নেহি তালিব, করদো রহমত কি ইক নযর আক্বা।
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৫০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গুনাহের ৬টি চিকিৎসা

আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনগণের رَحِمَهُمُ اللهُ الْمُبِيْن "নেকীর দাওয়াত" দেয়ার একটি নিজস্ব পদ্ধতি ছিলো, যেমনটি হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর দরবারে এক ব্যক্তি উপস্থিত হলো আর আরয করলো: জনাব! আমার দ্বারা অনেক গুনাহ সংগঠিত হয়ে যায়, অনুগ্রহ পূর্বক! **গুনাহের চিকিৎসা** প্রদান করুন। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **প্রথম উপদেশ** দিতে গিয়ে বললেন: যখন গুনাহ করার পূর্ণ ইচ্ছা সৃষ্টি হয়ে যাবে, তবে **আল্লাহ পাকের**

www.dawateislami.net

রিযিক খাওয়া ছেড়ে দাও। সেই লোকটি আশ্চর্য হয়ে আরয করলো: জনাব! আপনি কিরূপ উপদেশ দিচ্ছেন! এটা কিভাবে সম্ভব? অথচ রিযিকদাতা তো **তিনিই**, তবে আমি **তাঁর** রিযিক ছেড়ে দিয়ে কার রিযিক খাবো! তিনি বললেন: দেখো, কতই না মন্দ বিষয় যে, যেই প্রতিপালকের রিযিক খাও, **তাঁর** নাফরমানিও করো! অতঃপর **দ্বিতীয় উপদেশ** দিলেন: যখনই গুনাহের ইচ্ছা হয়, তখন **আল্লাহ পাকের** সাম্রাজ্য থেকে বের হয়ে যাও। আরয করলো: জনাব! এটাও কিভাবে সম্ভব! উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিম, ডানে-বামে, উপরে-নিচে মোটকথা যেদিকেই যাই **আল্লাহ**রই তো সাম্রাজ্য, **আল্লাহ পাকের** সাম্রাজ্য থেকে কিভাবে বের হবো! তিনি বললেন: দেখো! কতই না মন্দ বিষয় যে, **আল্লাহ পাকের** সাম্রাজ্যেও থাকবে আবার **তাঁর** অবাধ্যতাও করবে। **তৃতীয় উপদেশ** দিলেন: যখন গুনাহের ইচ্ছা করেই নাও যে, ব্যস এখনই গুনাহ করে নিবে, তখন নিজেকে এমনভাবে লুকিয়ে নাও, যেনো **আল্লাহ পাক** তোমাকে না দেখে। লোকটি আরয করলো: জনাব! এটা কিভাবে সম্ভব যে, **আল্লাহ পাক** আমাকে দেখবে না, **তিনি** তো অন্তরের অবস্থা সম্পর্কেও অবগত। তিনি বললেন: দেখো! কতই না মন্দ বিষয় যে, তুমি **আল্লাহ**কে সর্বদ্রষ্টা ও সর্বশ্রোতাও স্বীকার করো আর এটাও দৃঢ়ভাবে বলছো যে, প্রতিটি মূহুর্তে **আল্লাহ পাক** তোমাকে দেখছেন, অথচ তবুও গুনাহ করেই যাচ্ছো। **চতুর্থ উপদেশ** এরূপ দিলেন: যখন মালাকুল মউত হযরত আযরাঈল عَلَيْهِ السَّلَام তোমার রূহ কবয করার জন্য তাশরীফ নিয়ে আসবেন, তখন তুমি তাঁকে বলে দিও, আমাকে একটু সময় দিন, যাতে তাওবা করে নিতে পারি। লোকটি আরয করলো: জনাব! আমার কি এমন ক্ষমতা আছে? আর আমার কথা

www.dawateislami.net

শুনবেইবা কে? মৃত্যুর সময় নির্ধারিত আর আমি এক মূহুর্তেরও অবকাশ পাবো না, সাথেসাথেই আমার রূহ কবয করে নেয়া হবে। তিনি বললেন: যখন তুমি জানো যে, তোমার কোন ক্ষমতা নেই ও তাওবার সময়ও পাবেনা, তবে বর্তমানে পাওয়া সময়কে মূল্যবান মনে করে মালাকুল মউত عَلَيْهِ السَّلَام এর আগমনের পূর্বেই তাওবা কেনো করে নিচ্ছোনা? অতঃপর তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **পঞ্চম উপদেশ** এটা দিলেন: যখন তোমার মৃত্যু হয়ে যাবে ও কবরে মুনকার-নকীর আগমন করবে, তখন তাদেরকে কবর থেকে তাড়িয়ে দিও। লোকটি আরয করলো: জনাব! এটা কি বলছেন! আমি তাদের কিভাবে তাড়াবো! আমার সেই ক্ষমতা কোথায়! তখন তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: যখন তুমি মুনকার-নকীরকে তাড়াতে পারবে না তবে তাদের প্রশ্নের উত্তরের প্রস্তুতি এখনই কেনো নিচ্ছো না? ষষ্ঠ ও **সর্বশেষ উপদেশ** দিতে গিয়ে বলেন: যদি কিয়ামতের দিনে তোমাকে জাহান্নামের আদেশ শুনানো হয়, তবে বলে দিও "যাবো না।" আরয করলো: জনাব! সেখানে তো গুনাহগারদেরকে টেনে হেঁছড়ে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বললেন: যখন তুমি **আল্লাহ পাকের** রিযিক খাওয়া থেকেও বিরত থাকতে পারবে না, **তাঁর** সাম্রাজ্য থেকে বাইরেও বের হতে পারবে না, **তাঁর** দৃষ্টির আড়ালও হতে পারবে না, মুনকার-নকীরকেও তাড়াতে পারবে না আর যদি জাহান্নামের আদেশ শুনিয়ে দেয়া হয় তবে তাও অমান্য করতে পারবে না, তবে গুনাহ করাটাই কেন ছেড়ে দিচ্ছো না! সেই ব্যক্তির উপর হযরত ইব্রাহীম বিন আদহাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর প্রদত্ত **গুনাহের চিকিৎসা** সম্বলিত এই ছয়টি উপদেশমুলক **মাদানী ফুলের** সুবাশ খুবই প্রভাব সৃষ্টি করলো, অঝোরে কাঁদতে কাঁদতে লোকটি তার সকল

www.dawateislami.net

গুনাহ থেকে সত্যিকার তাওবা করে নিলো আর মৃত্যু পর্যন্ত তাওবার উপর অটল রইলো। (তাজকিরাতুল আউলিয়া, ১০০ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ পাক দেখছেন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! উল্লেখিত বর্ণনায় প্রস্তাবিত গুনাহের ৬টি চিকিৎসা খুবই কার্যকর, গুনাহের ইচ্ছা হলে যদি এর প্রতি দৃষ্টি রাখা হয়, তবে গুনাহ থেকে বাঁচার অনেক বড় এক মাধ্যম হতে পারে। নিঃসন্দেহে শুধু এই বিষয়টি যদি মনে গেঁথে যায় যে, "আল্লাহ পাক দেখছেন" তবে বান্দা গুনাহের কাছেও যাবে না। দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত 'গুনাহের চিকিৎসা' পুস্তিকার ১০ থেকে ১১ পৃষ্ঠায় রয়েছে: আসলেই যদি কেউ নিজের মাঝে এই অনুভূতিটুকু জাগ্রত করে নেয় যে, গুনাহ করার সময় আমার পালনকর্তা আল্লাহ পাক আমাকে দেখছেন, মিথ্যা বলার সময় যদি সাথেসাথে এই খেয়াল এসে যায় যে, আমি মিথ্যা বলে বান্দাকে তো ধোঁকা দিচ্ছি আর এই বেচারা আমাকে সত্যবাদীও মনে করছে, কিন্তু আল্লাহ পাক আমাকে দেখছেন, জ্বী হ্যাঁ, **আল্লাহ পাকের** নিকট প্রত্যেকের নিয়্যত প্রকাশিত। দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত পবিত্র কুরআনের অনুবাদ গ্রন্থ 'খাযায়িনুল ইরফান সম্বলিত কানযুল ঈমান' এর ৮৬৬ পৃষ্ঠায় ২৪তম পারা, সূরা মুমিন, ১৯নং আয়াতে রয়েছে:

يَعْلَمُ خَآئِنَةَ الْاَعْیُنِ وَمَا تُخْفِی الصُّدُوْرُ ﴿۱۹﴾

(পারা ২৪, সূরা মুমিন, আয়াত ১৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: **আল্লাহ** জানেন চোখের কোণার গোপন চুরি সর্ম্পকে আর যা কিছু অন্তর সমূহে গোপন রয়েছে।

www.dawateislami.net

হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই আয়াতের আলোকে বলেন: অর্থাৎ দৃষ্টির খেয়ানত ও চুরি হলো নামুহরিমদের দিকে তাকানো এবং নিষিদ্ধ বিষয়াদির প্রতি দৃষ্টি দেয়া, সবকিছু **আল্লাহ পাক** জানেন। (খাযায়িনুল ইরফান, ৮৬৬ পৃষ্ঠা)

মানসিক প্রভাব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! দেখা যায়, মানুষ মানুষকে খুব ভয় করে। যেমন; পিতামাতা বা শিক্ষকের সামনে গালি দিতে ভয় করে, কিন্তু আফসোস! **আল্লাহ পাক**কে যথাযথ (অর্থাৎ যেভাবে ভয় করতে হয় সেভাবে) ভয় করে না, যদি কোন প্রভাবশালী লোক সামনে উপস্থিত থাকে, তবে তাকে এতই ভয় করে যে, আওয়াজ পর্যন্ত বের হয় না, তার সাথে নম্রতা সহকারে কথা বলা ও শোনার চেষ্টা করে। হায়! **আল্লাহ পাকে**র ভয় যেনো আমাদের অন্তরে জাগ্রত হয়ে যায়, সর্বদা **তাঁরই** ভয় প্রাধান্য বিস্তার করে এবং আমরা যেভাবে মানুষের সামনে খারাপ কাজ করাকে পছন্দ করিনা, সেভাবে একাকীত্বেও যেনো বেঁচে থাকি। হায়! শতকোটি আফসোস! আমাদের মানসিকতায় যেনো এই বিষয়টি গেঁথে যায় যে, **আল্লাহ পাক** দেখছেন আর এভাবেই যেনো আমরা আমাদের গুনাহের চিকিৎসায় সফল হয়ে যাই।

ছুপ কে লোগোঁ সে কিয়ে জিছ কে গুনাহ ওহ খবরদার হে কিয়া হো না হে
আরে আও মুজরিম বে পরওয়া দেখ সারপে তলওয়ার হে কিয়া হো না হে

(হাদায়িকে বখশীশ শরীফ)

কালামে রযার ব্যাখ্যা: আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এই পংক্তিগুলোতে একটি বিশেষ পদ্ধতিতে 'নেকীর দাওয়াত' দিয়েছেন, যেমনটি এই

www.dawateislami.net

পংক্তিগুলোর মর্মার্থ হলো: ﴾১﴿ হে গুনাহ সম্পাদনকারী! তুমি মানুষের কাছ থেকে তো নিজের গুনাহ গোপন করেছো, কিন্তু এটা ভূলে গেছো যে, যেই **প্রতিপালকের** অবাধ্যতা করছো, **তিনি** তোমার সেসব কর্মকান্ড সম্পর্কে অবগত। এবার ভেবে দেখো! হাশরে তোমার কি অবস্থা হবে! ﴾২﴿ হে উদাসীনতায় পর্যবসিত অপরাধী! একটু ভাবো! তোমার মাথার উপর সর্বদা মৃত্যুর তরবারি ঝুলে আছে, **আল্লাহকে** ভয় করো! গুনাহ থেকে ফিরে এসো, যদি তুমি বেপরোয়া হয়ে গুনাহে ভরা জীবন কাটিয়ে মারা যাও, তবে তোমার কি অবস্থা হবে!

যিন্দেগি কি শাম ঢালতি হে হায় নফস!
গরম রোয ও শব গুনাহু কাহি বস বাযার হে
মুজরিমোঁ কে ওয়াস্তে দোযখ ভি শু'লা বার হে,
হার গুনা কচদান কিয়া হে ইসকা ভি ইকরার হে
বান্দায়ে বাদকার হু বে হদ জলিল ও খোয়ার হুঁ
মাগফিরাত ফরমা ইলাহি! তু বড়া গাফফার হে

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১২৮-১২৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

নেকীর দাওয়াতের ৫টি মাদানী ফুল

একটি দীর্ঘ হাদীসে পাকে এটাও রয়েছে: হযরত আবু যর গিফারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام এর সহীফার মধ্যে কি ছিলো? ইরশাদ করলেন, ঐগুলোর মধ্যে শিক্ষনীয় বিষয়াদি ছিলো যথা: (১) আশ্চর্য হলো ঐ ব্যক্তির ব্যাপারে, যে মৃত্যুর উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখার পরও আনন্দ উপভোগ করে থাকে

www.dawateislami.net

(২) আশ্চর্য হলো তার উপর, যে জাহান্নামের ব্যাপারে দৃঢ় বিশ্বাস রাখার পরও হাঁসে (৩) আশ্চর্য হলো তার উপর, যে তাকদিরের উপর দৃঢ় বিশ্বাস রাখার পরও (দুনিয়ার জন্য) নিজেকে হতাশ করে (৪) আশ্চর্য হলো তার উপর যে দুনিয়া ও সেটার পরিবর্তনগুলোকে দেখে অতঃপর সেটার উপর সন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং (৫) আশ্চর্য হলো তার উপর যার বিশ্বাস রয়েছে যে কাল তাকে হিসাব দিতে হবে তারপরও (নেক) আমল করে না।

(আল ইহসান বিতারতীব সহীহ ইবনে হাব্বান, ১/২৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩৬২)

"এককভাবে বুঝানো" 'নেকীর দাওয়াত' এর প্রাণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নেকীর দাওয়াতের প্রাণ হলো "একক প্রচেষ্টা"। যেই মুসলমানকে নেকীর দাওয়াত দেয়ার জন্য **একক প্রচেষ্টা** করবে, তার ব্যাপারে এই মানসিকতা তৈরি করা উচিৎ যে, আমি যার সাথে সাক্ষাত করতে যাচ্ছি তিনি একজন মুসলমান, মুসলমান যতই গুনাহগার হোক না কেনো, কিন্তু ঈমানের দৌলত দ্বারা ধন্য হওয়ার কারণে তার এক বিশেষ মর্যাদা রয়েছে এবং আমি সাক্ষাতও **আল্লাহ পাকের** দ্বীনের উন্নতি ও আখিরাতের মঙ্গলের জন্যই করবো, এই নিয়্যতে আমার সাক্ষাত ইবাদতেরই পর্যায়ভুক্ত, যদি এই নিয়্যত সহকারে সাক্ষাত করা হয়, তবে এমতাবস্থায় اِنْ شَآءَ الله রহমত বর্ষিত হবে ও বরকত অর্জিত হবে। একটি বিশেষ মাদানী ফুল এটাও মনে রাখুন যে, তার দোষ-ত্রুটির পেছনে পড়বেন না, তার জ্ঞানের সীমার বাইরের (অর্থাৎ তার বুঝে আসবে না এমন) কথা বলবেন না এবং সূক্ষ্ম মাসআ'লা নিয়ে আলোচনা করবেন না।

www.dawateislami.net

একক প্রচেষ্টার ১৫টি নিয়্যত

একক প্রচেষ্টা করতে গিয়ে অবস্থার প্রেক্ষিতে অসংখ্য নিয়্যত করা যেতে পারে, তন্মধ্যে ১৫টি উপস্থাপন করা হলো:

﴾১﴿ **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে **নেকীর দাওয়াত** দেয়ার জন্য **একক প্রচেষ্টা** করছি। ﴾২﴿ সালাম ও সালামের উত্তর দেয়ার পর আন্তরিকতার সহিত হাত মিলাবো। ﴾৩﴿ صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! বলে দরূদ শরীফ পড়াবো ও পড়বো। ﴾৪﴿ যেহেতু সম্বোধিত ব্যক্তির চেহারায় গভীর দৃষ্টি রেখে কথা বলা সুন্নাত নয়, সেহেতু যথাসম্ভব দৃষ্টিকে নত রেখে কথা বলবো। (দৃষ্টিকে নত রেখে **একক প্রচেষ্টা** করাতে উপকারীতা اِنْ شَآءَ الله কয়েক গুণ বেড়ে যাবে) ﴾৫﴿ সুন্নাতের উপর আমল করার নিয়্যতে মুচকি হেসে কথা বলবো। ﴾৬﴿ বিদ্রুপাত্মক ও অশালীন কথাবার্তা থেকে বিরত থাকবো। ﴾৭﴿ সম্বোধিত ব্যক্তির স্বভাব অনুযায়ী কথাবার্তা বলার চেষ্টা করবো। ﴾৮﴿ সূক্ষ্ম মাসআলা তুলে তাকে চিন্তিত করবো না। ﴾৯﴿ বিনা প্রয়োজনে বিদ্যমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সন্ত্রাসী কর্মকান্ড ইত্যাদির আলোচনা করবো না। ﴾১০-১২﴿ সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ, মাদানী কাফেলায় সফর ও নেক আমলের উপর আমল করার প্রতি উৎসাহ দেয়ার চেষ্টা করবো। ﴾১৩﴿ নতুন ইসলামী ভাইকে শুরুতেই দাঁড়ি রাখা ও পাগড়ী শরীফ পরিধান করতে বলার পরিবর্তে নামাযের ফযীলত ইত্যাদি বলবো। (তবে হ্যাঁ! যার সাথে কথা বলা হচ্ছে সে যদি "শেভ" করা থাকে এবং প্রবল ধারণা যে, তাকে দাঁড়ি রাখার কথা বললে তবে মেনে নিবে, তখন তো তাকে দাঁড়ি মুন্ডানো থেকে নিষেধ করা ওয়াজিব হয়ে যাবে,

www.dawateislami.net

কিন্তু সাধারণত নতুন ইসলামী ভাইয়ের ব্যাপারে "প্রবল ধারনা" হওয়া কঠিন, আমলের প্রতি অমনোযোগীতার যুগ চলছে, নতুন ইসলামী ভাইকে দাঁড়ি রাখার প্রতি জোরাজুরি করাতে এমনও হতে পারে সে ভবিষ্যতে আপনার সামনে আসতেই চাইবে না)। ﴾১৪﴿ সম্বোধিত ব্যক্তির কথার বলার ধরণ যদি অশোভন বা বিদ্রুপাত্মক হয়, তবে বুঝে যাওয়ার পরও তা তার প্রতি প্রকাশ করা ব্যতীত ধৈর্য ও বিনয় সহকারে খুব বিনম্রভাবে কথাবার্তা অব্যাহত রাখবো। ﴾১৫﴿ **একক প্রচেষ্টার** ভালো ফলাফল এলে তবে **আল্লাহ পাকের** দয়া মনে করবো এবং **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতা আদায় করবো আর যদি কোনরূপ অশোভন বিষয়ের সম্মুখীন হতে হয়, তবে সম্বোধিত ব্যক্তিকে পাষাণ হৃদয় ইত্যাদি মনে করার পরিবর্তে একে নিজের **একনিষ্ঠতার** কমতি মনে করবো।

মুবাল্লিগগণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল

অনুপ্রাণিত হতে হবে, বিফল হওয়ার তো কোন কারণই নেই, কেননা ভালো নিয়্যত সহকারে নেকীর দাওয়াত সম্বলিত **একক প্রচেষ্টা**কারী আখিরাতের সাওয়াবের অধিকারী তো হয়েই গেছে। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: কোন এক বুযুর্গ তার সন্তানকে উপদেশের **মাদানী ফুল** প্রদান করতে গিয়ে বলেন: "নেকীর দাওয়াত" প্রদানকারীর উচিত যে, নিজেকে ধৈর্যের অভ্যস্ত করা ও **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে নেকীর দাওয়াত প্রদানের বিনিময়ে অর্জিত সাওয়াবের প্রতি দৃষ্টি রাখা। যার পরিপূর্ণ সাওয়াবের বিশ্বাস রয়েছে, তার এই মহান কাজে কষ্ট অনুভব হয় না। **(ইহইয়াউল উলূম, ২/৪১০)**

www.dawateislami.net

মে নেকী কি দাওয়াত কি ধুমে মাচাঁও, বদী সে বাচোঁ অউর সব কো বাচাঁও।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

লাগাতার একক প্রচেষ্টার সুফল

যিয়াকোটের (শিয়ালকোট, পাঞ্জাব) এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা কিছুটা এরূপ: নেকীর পথে আসার পূর্বে আমার অবস্থা বলার মতো ছিলো না, আমার আপাদমস্তক গুনাহে নিমজ্জিত ছিলো। মানুষের সাথে ঝগড়া করার জন্য আমি নিজের একটি আলাদা গ্রুফ বানিয়ে রেখেছিলাম, আমার অশালীন ও অশ্লিল কথাবার্তায় আমার স্কুলের ছাত্র, শিক্ষক ও হেড মাস্টার সহ সকলে অতিষ্ট ছিলো, পথ চলাতে কুদৃষ্টি দেয়া আমার দৈনদিন স্বভাব ছিলো, শুধু রূপক প্রেমে লিপ্ত ছিলাম না বরং مَعَاذَ الله এমন কুকাজে লিপ্ত ছিলাম, যা বর্ণনা করার এখন সাহস হচ্ছে না। শরীয়াতের জ্ঞান না থাকার কারণে আমি এটাও জানতাম না যে, ফরয গোসল কিভাবে করতে হয় এবং রমযানুল মুবারকে বড় বড় গুনাহগারও নিজের গুনাহ ছেড়ে দিয়ে **আল্লাহ পাকের** ইবাদতে মশগুল হয়ে যায়, কিন্তু আফসোস! শত আফসোস! আমি রমযানুল মুবারকেও বাজারের অলঙ্কার হয়ে থাকতাম এবং কুদৃষ্টির মাধ্যমে নিজের কুৎসিৎ মনকে শান্তনা দিতাম, আমার ঈদ কাটতো পার্কে আর ১২ই রবিউল আউয়াল শরীফের মুবারক দিনটি বাজারে ও বিভিন্ন বিনোদন কেন্দ্রে কাটাতাম, যখন বসন্তোৎসব আসতো তখন সারারাত নিজের গ্রুপের সাথে বসন্তোৎসব পালনকারীদের ন্যায় হলুদ পোশাক পরিধান করে নাচ গানের অনুষ্ঠানে মেতে থাকতাম। **আল্লাহ পাকের** স্মরণ থেকে উদাসিনতার অবস্থা এমন ছিলো যে, মাসের পর মাস

www.dawateislami.net

মসজিদের দিকে মুখই করতাম না। আমার আব্বা ছিলেন নামাযী ও পরহেযগার ব্যক্তি, তিনি লাখো উপদেশ দিতেন কিন্তু তা আমার কান পর্যন্ত পৌঁছাতো না, আমার গুনাহের মাত্রা এতই বেশি ছিলো যে, যেই আমার সাহচর্য গ্রহন করতো সেও গুনাহে অভ্যস্ত হয়ে যেতো। নিজের এসব কুকর্মের কারণে আমি সকলের দৃষ্টিতে ঘৃণিত হিসাবে পরিগণিত ছিলাম।

অবশেষে আমার ভাগ্য কিছুটা এভাবে পাল্টালো যে, একদিন মসজিদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় এক আশিকে রাসূল আমাকে নামাযের দাওয়াত দিলো, আমি অস্বীকৃতি জানালে সে জোর করলো ও আমার হাত ধরে আমাকে ভালোবাসা সহকারে মসজিদে নিয়ে গেলো। যখন নামায শেষ হলো তখন এক ইসলামী ভাই দরস শুরু করলো, আমি তাতে যোগ দিলাম, দরসের সময় আমি আল্লাহ পাকের রহমত ও মাগফিরাত সম্পর্কিত বর্ণনা শুনলাম, তখন আমি কিছুটা অনুপ্রাণিত হলাম, দরসের পর যখন ইসলামী ভাইয়েরা অত্যন্ত ভালোবাসা সহকারে আমাকে নেকীর দাওয়াত দিলো তখন আমার মনের জগত উলট-পালট হয়ে গেলো, কেননা জ্ঞান ও প্রজ্ঞার জগতে প্রবেশ করার পর আমার জীবনের এটি প্রথম অনুভূতি ছিলো যে, আমার মতো ঘৃণিত লোককে কেউ এমন ভালোবাসার বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলো। আমাকে **একক প্রচেষ্টা**কারী আমার সমবয়সী মুবাল্লিগকে নিজের গুনাহের ঘটনা বর্ণনা করলাম, তখন সে স্নেহময় আচরণের মাধ্যমে কিছুটা এভাবে আশ্বস্ত করলো যে, আমার মন শান্ত হয়ে গেলো, না না আমার জন্য তাওবার দরজা বন্ধ হয়ে যায়নি, **আল্লাহ পাক** পরম দয়ালু ও করুণাময়। অতএব আমি আমার পূর্ববর্তী

www.dawateislami.net

সকল গুনাহ থেকে তাওবা করে নিলাম। আমার জীবনের প্রথম দিন ছিলো যে, যাতে আমি প্রথমবার পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করলাম। অতঃপর যখন বার্ষিক পরীক্ষার পর ছুটি পেলাম, তখন আমার এরূপ অভ্যাস হয়ে গেলো যে, ঐ আশিকে রাসূলের সাথে ভোরে মসজিদে যেতাম, তখন প্রায় ১২টা পর্যন্ত নামাযের মাসআলা, সুন্নাত শিখার ও শিখানোর ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকতো।

কিছুদিন পর শয়তান একটি ফাঁদ পাতলো এবং আমি এমন কিছু মুর্খ লোকের সাহচর্যে গেলাম, যারা আমাকে ঐ **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মুবাল্লিগের প্রতি বিরক্ত করে দিলো। হায়! আমি আমার সেই শুভাকাঙ্খী ও কল্যাণকামীকে নিজের শত্রু ও মতলবী মনে করে বসলাম এবং একজন আশিকে রাসূলের গীবত শুনার কারণে উত্তম সাহচর্য ছেড়ে প্রায় এক বৎসর পর্যন্ত আবারো খারাপ লোকদের সঙ্গদানে বন্দি ছিলাম আর এই সময়টিতে আমি পুনরায় সেসব "মন্দকাজ" শুরু করে দিলাম। কিন্তু হুযুরে গাউসে আযম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর গোলামী ভাগ্যে লিখা হয়ে গিয়েছিলো, তাই আমার ভাগ্য পুনরায় আরো একবার সাহায্য করলো, তা এভাবে যে, একদিন আমি ফ্যাক্টরি থেকে ছুটির পর ফিরছিলাম আর অভ্যাস বশতঃ অহেতুক দৃষ্টির শিকার হয়ে কুদৃষ্টির আপদে গ্রেফতার হয়ে পথচলা মানুষের সাথে বাকবিতন্ডা করতে করতে যাচ্ছিলাম, হঠাৎ আমার দৃষ্টি সাদা পোশাক পরিহিত, সবুজ পাগড়ী শরীফের মুকুট সজ্জিত, লজ্জায় নিজের দৃষ্টি নত করে আমার দিকে আসা এক আশিকে রাসূলের উপর পড়লো, তার চেহারায় তাকওয়ার নূর দেখে আমার নিজের গুনাহের প্রতি লজ্জা হতে লাগলো, আমি তার সাথে সাক্ষাত করলাম, সে অত্যন্ত

www.dawateislami.net

আন্তরিকভাবে সাক্ষাত করলো, তার সাথে পরিচয় হলো এবং পুনরায় ধীরে ধীরে তার সাহচর্যে আসতে থাকি, সেই ইসলামী ভাইয়ের নামাযের প্রতি অটলতা ঈর্ষণীয়ই ছিলো। **দা'ওয়াতে ইসলামী** সম্পর্কে আমার সুধারণা নতুন সূত্রে সৃষ্টি হয়ে গেলো, সেই ইসলামী ভাই আমাকে আন্তর্জাতিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায়ও নিজের সাথে নিয়ে গেলো, ইজতিমা থেকে ফিরার সময় আমার মাথায় সাদা টুপি ছিলো, পরে আমি পাগড়ী শরীফও সাজিয়ে নিলাম আর এটা লেখার সময় আমি اَلْحَمْدُ لِلّٰه **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনায় **কাফেলা কোর্স** করছি।

মু'তরিফ হু গুনাহ করনে মে কোয়ী ছোড়ি নেহী কাসার আক্বা
ফাঁস গেয়া হু গুনাহ কি দালদাল মে হো করম শাহে বাহরুবার আক্বা
মে গুনাহগার হু মগর কুরবাঁ, তেরী রহমত কি হে নযর আক্বা

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৩৫০, ৩৫১ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা দেখলেন তো! বারবার গুনাহে লিপ্ত হওয়া লোক অবশেষে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র দ্বীনি পরিবেশের বরকতে সরল পথে এসে গেলো। নিঃসন্দেহে সকল গুনাহই পরিত্যাজ্য, এতে কোন ধরণের মঙ্গল নেই। গুনাহ থেকে বিরত থাকা লোকদের প্রতি ভালোবাসা এবং নিজের ইবাদতের প্রশংসা পাওয়া থেকে বিরত থাকার শিক্ষা সম্বলিত কুরআনি "নেকীর দাওয়াত" লক্ষ্য করুন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত অনুদিত পবিত্র কুরআন "**খাযায়িনুল ইরফান সম্বলিত কানযুল ঈমান**" এর ৬৭৩ পৃষ্ঠায় ২৭তম পারা সূরা নাজমের ৩২ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

www.dawateislami.net

اَلَّذِیْنَ یَجْتَنِبُوْنَ كَبٰٓىٕرَ الْاِثْمِ وَ الْفَوَاحِشَ اِلَّا اللَّمَمَؕ اِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِؕ هُوَ اَعْلَمُ بِكُمْ اِذْ اَنْشَاَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ وَ اِذْ اَنْتُمْ اَجِنَّةٌ فِیْ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْۚ فَلَا تُزَكُّوْۤا اَنْفُسَكُمْؕ هُوَ اَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقٰى ﴿۳۲﴾

(পারা ২৭, সূরা নাজম, আয়াত ৩২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর যারা বড় গুনাহ ও অশালীনতা থেকে বিরত থাকে, কিন্তু এতটুকু যে, গুনাহের কাছে যায়, আর ফিরে আসে, নিশ্চয় তোমাদের রবের মাগফিরাত সুপ্রশস্ত। তিনি তোমাদের ভালো করেই চিনেন। তিনি তোমাদের মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন আর তোমরা যেহেতু তোমাদের মায়েদের পেটে (অন্তঃসত্তা অবস্থায়) ছিলে, সেহেতু তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র বলতে যেও না। তিনি ভালোই জানেন কে পরহেজগার।

আয়াতে মুবারাকার তাফসীর

সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়দ মুহাম্মদ নঈম উদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: গুনাহ এমন একটি কাজ, যা সম্পাদনকারী আযাবের হকদার হবে। অবশ্য গুনাহের দু'টি প্রকার রয়েছে, সগীরা ও কবীরা। কবীরা হলো যার আযাব কঠোর এবং কোন কোন ওলামা বলেন: সগীরা হলো ঐ গুনাহ, যার জন্য শাস্তির বর্ণনা নেই, আর কবীরা হলো ঐ গুনাহ, যার জন্য শাস্তির বর্ণনা রয়েছে এবং অশ্লীলতা হলো ঐ গুনাহ, যার শরীয়াতের নির্ধারিত শাস্তি রয়েছে। আয়াতে মুবারাকার এই অংশ: "এতটুকু যে, গুনাহের কাছে যায়, আর ফিরে আসে" এর আলোকে বলেন: এতটুকু তো কবীরা গুনাহ থেকে বিরত

www.dawateislami.net

থাকার বরকতে ক্ষমা হয়ে যায়। আয়াতের এই অংশ: "নিশ্চয় তোমাদের **রবের** মাগফিরাত সুপ্রশস্ত। **তিনি** তোমাদের ভালো করেই চিনেন" এর আলোকে বলেন: **শানে নুযূল;** এই আয়াত ঐ সকল লোকদের উদ্দেশ্যে অবতীর্ণ হয়, যারা নেকী করতো আর নিজেদের আমলের প্রশংসা করে বলতো; আমাদের নামায, আমাদের রোযা, আমাদের হজ্ব। আয়াতের এই অংশ: "তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র বলতে যেও না" এর আলোকে বলেন: অর্থাৎ অহংকার করে নিজের নেকীর প্রশংসা করো না কেননা **আল্লাহ পাক** নিজ বান্দাদের অবস্থাদি ভালো করেই জানেন। **তিনি** তাদের সৃষ্টির শুরু থেকে শেষ দিন পর্যন্ত (অর্থাৎ জীবনের শুরু থেকে মৃত্যু পর্যন্ত) সকল অবস্থা সম্পর্কে জানেন। এই আয়াতে রিয়া (লৌকিকতা), আত্মপ্রশংসা ও আত্মগৌরবের প্রতি নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে, কিন্তু যদি **আল্লাহ পাকের** নেয়ামতের স্বীকারোক্তি, আনুগত্য ও ইবাদতের খুশি এবং তা আদায়ের কৃতজ্ঞতার জন্য নেকীর আলোচনা করা হয় তবে তা জায়িয। আয়াতের এই অংশ: "**তিনি** ভালোই জানেন কে পরহেযগার" এর আলোকে বলেন: আর **তাঁর** জানাই যথেষ্ট, **তিনিই** প্রতিদান দাতা, অন্যের কাছে প্রকাশ করা ও নাম কুড়ানোতে কি লাভ!

(খাযায়িনুল ইরফান, ৮৪০, ৮৪১ পৃষ্ঠা)

সবচেয়ে প্রিয় আমল

খাস'আম গোত্রের এক ব্যক্তি **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে, বলতে লাগলো: "আপনিই কি সেই, যিনি **আল্লাহর রাসূল** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হওয়ার দাবী করছেন?" ইরশাদ করলেন: "হ্যাঁ।" লোকটি জিজ্ঞাসা করলো: **আল্লাহ পাকের** নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল কি?

www.dawateislami.net

ইরশাদ করলেন: **আল্লাহ পাকের** প্রতি ঈমান আনা। আরয করলো: অতঃপর কোনটি? ইরশাদ করলেন: আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করা (অর্থাৎ আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদাচরণ করা)। লোকটি আরয করলো: এরপর কোনটি? ইরশাদ করলেন: নেকীর আদেশ দেয়া ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করা। (মাজমাউয যাওয়ায়িদ, ৮/২৭৭, হাদীস: ১৩৪৫৪। মুসনাদে আবি ইয়ালা, ৬/৫৫, হাদীস: ৬৮০৪)

হে কাবা! তোমার পরিবেশ কতইনা সুন্দর

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিঃসন্দেহে উত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ আমল হলো **ঈমান** আর সকল নেক আমলের পরকালিন উপকারিতাও এই **ঈমান** সহকারে পরিসমাপ্তির সাথেই শর্তযুক্ত, যেমনটি; "বুখারী শরীফে" রয়েছে: اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالْخَوَاتِمِ অর্থাৎ সকল আমল শেষ পরিণতির উপরই নির্ভরশীল। (বুখারী, ৪র্থ খন্ড, হাদীস: ৬৬০৭) নিঃসন্দেহে যে মুসলমান, সে বড়ই সৌভাগ্যবান। **মুসলমান** হওয়ার ফযীলতের কথাই বা কি বলবো! **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কাবা শরীফকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন: "তুমি নিজে ও তোমার পরিবেশ কতইনা উত্তম, তুমি কতইনা মহত্বান আর তোমার সম্মান কতইনা মহান, ঐ পবিত্র সত্তার শপথ! যার কুদরতের হাতে **আমি মুহাম্মদ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রাণ! **আল্লাহ পাকের** নিকট মুমিনের প্রাণ ও সম্পদ এবং তাঁর প্রতি ভালো ধারণা রাখার সম্মান, তোমার সম্মানের চেয়েও অধিক।" (ইবনে মাজাহ, ৪/৩১৯, হাদীস: ৩৯৩২) যেই দূর্ভাগা ঈমানের দৌলত থেকে বঞ্চিত, সে আখিরাতে কোন ধরণের মঙ্গল ও শান্তি পাবে না, সে সর্বদা জাহান্নামের আযাব পেতে থাকবে। **জাহান্নামের অবস্থা** পড়ুন আর কেঁপে উঠুন;

www.dawateislami.net

জাহান্নামের হৃদয়বিদারক অবস্থা

দা'ওয়াতে ইসলামীর মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ৮৫৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব "জাহান্নাম মে লে জানে ওয়ালে আমাল" এর প্রথম খন্ডের ৯৭-৯৮ পৃষ্ঠায় রয়েছে: আমীরুল মুমিনীন হযরত ওমর বিন খাত্তাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত কা'আবুল আহবার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ (প্রসিদ্ধ তাবেয়ি) কে বললেন: হে কা'ব (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ)! আমাকে কিছু ভয়ের কথা শুনান! হযরত কাআব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আদেশ পালন করতে গিয়ে আরয করলেন: হে আমীরুল মুমিনীন! যদি আপনি কিয়ামতের দিন ৭০ জন আম্বিয়ায়ে কিরামের عَلَیۡہِمُ السَّلَام আমল নিয়ে আসেন, তবুও হাশরের অবস্থা দেখে তা খুবই কম মনে হবে। এ কথা শুনে আমীরুল মুমিনীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কিছুক্ষণের জন্য মাথা নত করে রাখলেন, যখন ভাবাবেগ কমে এলো তখন বললেন: হে কাআব (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ)! আরো শুনান। আরয করলেন: হে আমীরুল মুমিনীন! যদি জাহান্নাম থেকে ষাঁড়ের নাসারন্ধ্র (অর্থাৎ ষাঁড়ের নাকের ছিদ্র) পরিমাণ অংশ পূর্ব দিকে খুলে দেয়া হয়, তবে পশ্চিম প্রান্তে অবস্থানকারী মানুষের মগজ এর উত্তাপের কারণে সিদ্ধ হয়ে প্রবাহিত হয়ে যাবে। এতে আমীরুল মুমিনীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ (ভাবাবেগের কারণে) কিছুক্ষণের জন্য মাথা নত করে নিলেন, অতঃপর ভাবাবেগ কমে এলো তখন বললেন: হে কাআব (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ)! আরো শুনান। আরয করলেন: হে আমীরুল মুমিনীন! কিয়ামতের দিন জাহান্নাম এমনভাবে গর্জন করবে যে, কোন নৈকট্যশীল ফিরিশতা বা নবী-রাসূল এমন হবেন না, যাঁরা হাঁটুর উপর ভর করে বসে এটা বলবে না: ইয়া **রব**! নফসী! নফসী! (অর্থাৎ হে আমার **প্রতিপালক**! আমি তোমার দরবারে নিজের ব্যাপারে প্রার্থনা করছি)। হযরত কা'আবুল

www.dawateislami.net

আহবার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আরো বললেন: যখন কিয়ামতের দিন আসবে, তখন **আল্লাহ পাক** পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে একই ময়দানে একত্রিত করবেন, অতঃপর ফিরিশতা অবতীর্ণ হয়ে সারি বানিয়ে দিবেন। এরপর **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: হে জিব্রাঈল (عَلَیۡہِ السَّلَام)! জাহান্নামকে নিয়ে এসো। তখন জিব্রাঈল عَلَیۡہِ السَّلَام জাহান্নামকে এমনভাবে নিয়ে আসবেন যে, এর ৭০ হাজার লাগাম ধরে টানা হবে, অতঃপর যখন জাহান্নাম সৃষ্টিজগত থেকে একশত বছরের দূরত্বে আসবে, তখন এমন বিকট আওয়াজে গর্জন করবে যে, যার ফলে সৃষ্টিজগতের হৃদয় প্রকম্পিত হতে থাকবে, অতঃপর যখন আবারো গর্জন করবে, তখন সকল নৈকট্যশীল ফিরিশতা ও নবী-রাসূল হাঁটুতে গেঁড়ে বসে যাবেন, অতঃপর যখন তৃতীয়বার গর্জন করবে, তখন মানুষের কলিজা গলা পর্যন্ত এসে পৌঁছে যাবে এবং বিবেকবুদ্ধি লোপ পেয়ে যাবে, এমনকি হযরত ইব্রাহীম খলীলুল্লাহ عَلَیۡہِ السَّلَام আরয করবেন: **হে আল্লাহ পাক!** আমি তোমার খলীল হওয়ার সুবাদে শুধু নিজের জন্য প্রার্থনা করছি। হযরত মূসা কলীমুল্লাহ عَلَیۡہِ السَّلَام আরয করবেন: **হে আল্লাহ পাক!** আমি আমার মুনাজাতের সদকায় শুধু নিজের জন্য প্রার্থনা করছি। হযরত ঈসা রূহুল্লাহ عَلَیۡہِ السَّلَام আরয করবেন: **হে আল্লাহ পাক!** তুমি আমাকে যে সম্মান দিয়েছো, তার সদকায় আমি শুধু নিজের জন্য প্রার্থনা করছি, ঐ মরিয়মের رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا জন্যও প্রার্থনা করছি না, যিনি আমাকে জন্ম দিয়েছেন।

(আয যাওয়াজির আন ইকতিরাফিল কাবায়ির, ১/৪৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই বর্ণনা থেকে জাহান্নামের ভয়াবহতা সম্পর্কে ভালোভাবে অনুমান করা যায়। এই বর্ণনায় আম্বিয়ায়ে কিরামের

www.dawateislami.net

عَلَيْهِمُ السَّلَام আতঙ্কের বিষয়টিও বর্ণিত হয়েছে, কিন্তু মনে রাখবেন যে, এসব মনিষীগণ নিষ্পাপ আর বর্ণনায় বর্ণিত অবস্থা কিয়ামতের কিছুক্ষণ সময়েই হবে, অন্যথায় তাঁদের হাশরে কোনরূপ কষ্ট হবে না বরং **আল্লাহ পাকের** দানক্রমে মানুষের শাফায়াত করবেন আর নিজেরা সুউচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকবেন।

মুঝে না'রে দোযখ সে ডর লাগ রাহা হে,
হো মুঝ না'তোওয়াঁ পর করম ইয়া ইলাহী!
জ্বালা দেয় না মুঝ কো কাহিঁ না'রে দোযখ,
করম বেহরে শাহে উমাম ইয়া ইলাহী!
তু আত্তার কো বে সবব বখশ মওলা,
করম কর করম কর করম ইয়া ইলাহী!

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৮২,৮৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

দুনিয়ার সকল বস্তু হতে উত্তম

রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আলীউল মুরতাদা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم কে ইরশাদ করেন: হে আলী! আল্লাহ পাক তোমার মাধ্যমে যদি কোন ব্যক্তিকে সরল পথে নিয়ে আসেন, তবে এটি তোমার জন্য ঐ সকল বস্তু থেকে উত্তম, যে সব জিনিসের উপর সূর্য উদিত হয়। (অর্থাৎ দুনিয়া সকল কিছু থেকে উত্তম)।

(মু'জামুল কবীর, ১/৩৩২, হাদীস: ৯৯৪)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net